আধুনিকা

(নাটিকা)

শ্রীআভা দত্ত

নিবেদন

আমার এই পুস্তকখানিতে একটী সামাজিক চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস করিয়াছি। ইহা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ নহে। পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে ভাবের বিপর্য্যয় থাকিতে পারে। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইহা আমার প্রথম প্রয়াস স্মরণ করিয়া ভুল ত্রুটীগুলির জন্য মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

বিনীতা

লেখিকা

উৎসর্গ পত্র

মেজ দিদি! আপনার উৎসাহে ও সহানুভূতিতে আমার এই আধুনিকা নাটিকা শেষ করিতে পারিয়াছি। আপনার কর কমলে আমার এই প্রথম প্রয়াস খানি অর্পণ করিলাম।

স্নেহের

আভা

পরিচয়

পুরুষ

মিষ্টার মলিন মিটার	এড্‌ভোকেট্
মিষ্টার দাস	বিলাতফেরত ডাক্তার
মিষ্টার অমিয় ঘোষ	নব্য ব্যারিষ্টার
শ্রীমোহিনীমোহন রায়	জমিদার
নীলমাধব	ঐ পুত্র
মৃনাল	মলিনের বন্ধু

মক্কেল, পাওনাদারগণ, পথিকগণ, ভৃত্যগণ,
খানসামা ইত্যাদি—

স্ত্রী

মিলি	মলিনের স্ত্রী
যূথিকা	ঐ বান্ধবী
দীপালী	ঐ বান্ধবী

আধুনিকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মলিনের বসিবার ঘরে মলিন বসিয়া আছে।

মিলির প্রবেশ

মিলি। দেখ! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না। রাত নেই দিন নেই খালি কাজ আর কাজ, এত যদি কাজ, পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক নেই কেন? ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে গলায় আটকে গেল। একটা মোটে চাকর সেটাও আবার বাজার গেছে। কোলে নিয়ে একটু ভোলাও না। ছেলেটা আবার এত দুষ্টু, আমি কোলে নিলেই চেঁচায়, তোমার কাছে কিন্তু বেশ চুপ কোরে থাকে।

মলিন। (উঠিয়া) ছেলেটা কি ভদ্রলোক কাঁদছে? মানে—আমার একটু জরুরী কাজ ছিল।

মিলি। ছাই কাজ; ছেলেটাকে একটু ধরতে হলেই, তোমার যত অছিলা। তোমার কাজ আছে বোলেতো ছেলেটাকে মেরে

ফেল্‌তে পারিনা। (চেয়ারে উপবেশন করিয়া বই নাড়া চাড়া)।

মলিন। (স্বগত) আমার কাজ আছে বোলে ছেলেকে মেরে ফেলতে পারবেন না। উনি এদিকে যে কার ছাতা ধরে মাথা রাখছেন তা ত জানি না। কি ঝকমারী করেছি, so called educated girl বিয়ে কোরে; এই নাক কান মলা (নাক কানমলা)।

মিলি। ও কি? নাক কান মলছো কেন?

মলিন। ওঃ! ও কিছু নয়, একটু সুড় সুড় করছিল। (স্বগত) ওকালতি কোরবো না, ছেলে ধরবো? কোন্ দিন না বলে বসেন বামুন আসেনি রান্নার ভারটাও তোমায় নিতে হবে। বন্ধু বান্ধবদের সাবধান করে দিতে হচ্ছে; দেখে শুনে আজকাল কার নব্যা বিয়ে যেন না করে।

মিলি। কি ভাবছ? আমার কথা কি কানে গেল না?

মলিন। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেছে গো। এত বড় কানের ছেঁদা আর তোমার এই নরম সুর কানে ঢুকবেনা? পর্দা ভেদ করে একেবারে মগজে প্রবেশ করেছে; সেখানে কি তরঙ্গ উঠছে তাই দেখছিলুম।

মিলি। অনেক ভনিতা হয়েছে এখন যাও।

মলিন। ভনিতা কি? এ দীনতো শ্রীচরণে দাসখৎ দিয়েই রেখেছে, **always at your service.**

মিলি। যাও যাও অনেক বোকেছ, আর দাঁড়িওনা।

মলিন। যো হুকুম। [প্রস্থান।

মিলি। নাঃ মান ইজ্জত আর রইল না। বাড়ীতে একটা টেলিফোনও নেই! যুথিকাদের বাড়ী গিয়ে জুয়েলারকে আর বেনারসি ওয়ালাকে টেলিফোন কোরে আসতে হলো। টেলিফোন নেই বলে তারা আবার ঠাট্টা করলে; লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলাটা কাটে কিসে? না আছে একটা Radio না আছে একখানা Car যে সন্ধ্যে বেলা একটু বেড়িয়ে আসবো। একজন mediocreএর হাতে পড়ে আমার lifeটা miserable হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে পড়তো কণা; সে ক্লাসে আমার চেয়ে ভাল ছিল না; দেখতেই বা আমার চেয়ে এমন কি সুন্দরী; তার choice কে admire করতে ইচ্ছে করে। কেমন স্বামী পেয়েছে! অভাব অভিযোগ কি তা জানে না। Car, বাড়ী, Telephone, Radio, সব আছে। হীরে দিয়ে গা মুড়ে দিয়েছে। মুখের কথা বেরুতে না বেরুতে সব হাজির। আর দুজনে ঠিক যেন জোড়ের পায়রা; রাত দিন মুখো মুখি হয়ে বসে আছে। একেই বলে বরাত! আমার এঁকে যদি বলি সিনেমায় যাবে? বলেন, কাজ আছে! ছিঃ ছিঃ! জীবনটা উপভোগ করতে জানেন না; শুধু মক্কেল আর কোর্ট, কোর্ট আর মক্কেল। যাক্ ও সব কথা। জুয়েলারকে, বেনারসিওয়ালাকে যে আসতে বল্লুম এখনো তো দেখা নেই। এতক্ষণ আসা উচিৎ ছিল।

(নেপথ্যে—বেয়ারা)।

মিলি। কে ? ভেতরে আসুন।

জুয়েলারের প্রবেশ

মিলি। এই যে এসেছেন, আপনার জন্যেই wait করছিলুম।

জুয়েলার। নমস্কার!

মিলি। নমস্কার, বসুন।

জুয়েলার। (বসিয়া গহনা বাহির করিতে করিতে) খুব ভাল জিনিষ এনেছি; দেখলে আপনার নিশ্চয় পছন্দ হবে।

মিলি। দেখি কি রকম জিনিষ।

জুয়েলার। (দু একটা দেখাইয়া) দেখুন দেখি এটা পছন্দ হয় কিনা ?

মিলি। হ্যাঁ এইটে চলতে পারে, দর কত ?

জুয়েলার। পাঁচশো কুড়ি।

মিলি। পাঁচশো কুড়ি একটু বেশী হয়।

জুয়েলার। আপনার সঙ্গে দর দস্তর করছিনা, ঠিক দরই বলেছি।

মিলি। তবে এইটেই থাক, দামটা কিন্তু instalmentএ দেব।

জুয়েলার। আজ্ঞে, কিছু থোক দিয়ে বাকিটা instalmentএ দিলে ভাল হয় না ?

মিলি। বেশ, আজকে একশো টাকা নিয়ে যান, বাকিটা thirty rupees per monthএ দেব।

জুয়েলার। (রসিদ বই বাহির করিয়া) কার নামে লিখবো ?

মিলি। আমার husband মিষ্টার মলিন মিটার এড্‌ভোকেট্।

জুয়েলার। (রসিদ বই লিখিয়া) আমার খাতায় যদি একটা সই করে দেন।

মিলি। Oh yes! (তথাকরণ)। (নেপথ্যে—বেয়ারা বেয়ারা)। কে? ভেতরে আসুন।

কাপড়ের বাণ্ডিল লইয়া কাপড় ওয়ালার প্রবেশ

মিলি। আপনি কি কে, রামচাঁদের দোকান থেকে আসছেন?

কাপড়ওয়ালা। জি, বিবিসাব্।

মিলি। বসুন।

কাপড়ওয়ালা। (উপবেশন)।

জুয়েলার। আচ্ছা আমি তাহলে আসি, নমস্কার।

মিলি। নমস্কার।

[জুয়েলারের প্রস্থান।

মিলি। কই আপনার কাপড় দেখি।

কাপড়ওয়ালা। (কাপড় দেখাইতে লাগিল)।

মিলি। (একখানা কাপড় লইয়া) এটার দর কত?

কাপড়ওয়ালা। একশো ত্রিশ রূপেয়া।

মিলি। একশো তিরিশ বড় বেশী হয়, একশো দেব দিয়ে যান।

কাপড়ওয়ালা। চীজ তো দেখেন। একশো রূপেয়ামে এমুন জিনিষ হোনে পারেনা। কুছ তো বিচার কোরে বোলেন। হামি একবাত্ বোলে দিবো? একশো বিশসে কমতি হোবেনা,

আপনা পসন্দ হোয় তো রাখিয়ে। একশোকো ভিতর ভি দেখাচ্ছে, উ আপনা পসন্দ হোবে না।

মিলি। আচ্ছা এইটেই থাক। জুয়েলারকে এই অনেক গুলো টাকা দিতে হলো! দেখি আপনার বরাতে উপস্থিত কত আছে। বাকিটা দিন সাতেক বাদে দেব।

[ভিতরে প্রস্থান।

কাপড়ওয়ালা। একবাত পব তো কাপড়া লেলিয়া। আভি নগদি নেহি দেঁগা বোলতা হ্যায়। নেহি দেয়তো ক্যা হরজা? আশ্‌শী রূপেয়া তো পড়তা হায় বাকি নাফাই নাফা। লেকিন যদি ভাগ যায়? ইয়ে লোকন কো ক্যা ঠিকানা। ইসকো পত্তা লাগানা ওয়াজীবি হ্যায।

মিলির প্রবেশ·

মিলি। এই নিন উপস্থিত পঞ্চাশ টাকা, বাকি টাকাটা সাতদিন বাদে এসে নিয়ে যাবেন।

কাপড়ওয়ালা। এ বাড়ীতো বেশ আসে, কেতো কেবায়া লাগসে?

মিলি। ভাড়া নয় আমারি বাড়ী।

কাপড়ওয়ালা। হামার বহিমে এ কাপড়া কাহাব নামে লিখবে?

মিলি। আমার স্বামীর নামে, মিষ্টার মলিন মিটার এড্‌ভোকেট্‌।

কাপড়ওয়ালা। আস্‌সা হামি সাত রোজ বাদে আস্‌বে।

মিলি। আচ্ছা দেখুন আমার কাপড় আরো খানকয়েক দরকার; তা আমি ভাবছি একদিন আপনাদের দোকানেই যাব।

কাপড়ওয়ালা। মেহেরবাণী করকে যদি একবার দুকানে আসেন। বহুত রকম হাল ফ্যাসানের সাড়ী মজুত আসে, আপনা দেখবার খুব সুবিস্তা হোবে।

মিলি। আচ্ছা দু এক দিনের ভেতরেই যাব; নমস্কার।

কাপড়ওয়ালা। রাম রাম।

[প্রস্থান

মিলি। উনি বলেছিলেন হাতে টাকা এলে একটা নেকলেস্ কিনে দেবেন, তিনশো সাড়ে তিনশোর ভেতর; কিন্তু আসছে সপ্তায় একটা পার্টি আছে। নতুন কাপড় আর গয়না না হলে যাব কি করে? সবইতো পরা হয়ে গেছে। আর যে মানুষ, উনি আবার টাকা জমিয়ে কিনে দিয়েছেন! এই দেড়শো টাকা যে কত কষ্টে নিয়েছি তা আমিই জানি। গয়নাটা ওঁর estimateএর কিছু ওপরে গেল: মোটে দেড়শো: সে আর এমন কি বেশী? দেখি, চাকরটা ফিরল কিনা। যেটি না দেখবো সেটি আর হবে না। খেটে খেটে শরীর একেবারে গেল।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সময় বিকাল)

মিলিদের ড্রইং রুম।

যূথিকা। মিলি ! তুই কিন্তু বেশ গোছালো।

দীপালী। হ্যাঁ মিলির choice আছে, ঘরখানি কেমন সাজিয়ে রেখেছে দেখ্ দিকি !

মিলি। এ তবু আমার মনের মত হয়নি। হবে কোথেকে ? একটু কি সমায় পাই ছাই। একার সংসার, যেটা না দেখবো সেটাতো হবে না। আর আমার তিনি যে একেবারে old type এর।

যূথিকা। কেন মিষ্টার মিটারকে দেখে তো তেমন মনে হয় না।

দীপালী। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মনে হয় বেশ up to date এবং সুরসিক।

মিলি। তোরা থাম বাপু। কত মেহনৎ কোরে যে ঐ রকম'খাড় করিয়েছি তা আমিই জানি।

অমিয়। তা বটে, যে লোক ! আধুনিকা মহিলার মর্য্যাদা দিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

মিলি। ওমা গল্প করতে করতে চায়ের কথা একেবারেই ভুলে গেছি। ওরে নিধি—

নিধির প্রবেশ

নিধি। মোতে ডাকুছি ?

মিলি। এঁদের জন্যে চা আর কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।

[নিধির প্রস্থান।

অমিয়। চলুন না আজ মেট্রোতে রোমিও জুলিয়েট দেখে আসি, যদি অবশ্য মিষ্টার মিটারের অমত না থাকে।

মিলি। তা গেলে মন্দ হয় না, তাঁর এতে অমত নিশ্চয় হবেনা। তোরা সব যাবি ?

যুথিকা। বেশ রাজি।

দীপালী। মন্দ কি।

অমিয়। বাস্তবিক খুব আনন্দিত হলুম। আজ অপনাদের নিয়ে মেট্রোতে যাব আশা করে একখানা বক্স রিজার্ভ করে এসেছি এই ছটার showএ। আপনারা না গেলে আমার একা একা দেখতে মোটেই ভাল লাগতো না।

চায়ের সারঞ্জম লইয়া নিধির প্রবেশ

(মিলির চা তৈয়ারী করিয়া সকলকে প্রদান সকলের চা পান)।

[নিধির প্রস্থান।

অমিয়। তোষামোদ ভাববেন না, আপনার হাতের চাটার বেশ একটু আলাদা taste আছে যা আমি অন্য কোথাও পাই না।

দীপালী। তাই নাকি ?

অমিয়। (ঘড়ী দেখিয়া) সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে ; এঁরা তো প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। (মিলির প্রতি) আশা করি আপনার প্রস্তুত হয়ে নিতে বেশী দেরী হবে না।

মিলি। (উঠিয়া) আমি দশ মিনিটের ভেতর তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

[প্রস্থান।

যূথিকা। মিষ্টার মিটারকে কিন্তু ভাল বলতে হবে ; মিলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন।

দীপালী। না দিয়েই বা করেন কি ? মিলি কি ঘোমটা টেনে ঘরে বসে থাকবার মেয়ে ?

অমিয়। আপনি কি অমনি বসে থাকাটা খুব desirable মনে করেন ?

দীপালী। তা নয়, তবে স্বামীকে জানিয়ে গেলে ভাল হয় না ? আমি যতটুকু জানি মিষ্টার মিটার is a loving husband এবং মিলিকে সুখী করবার জন্যে তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত করেন।

অমিয়। তা হতে পারে, সেটা তার কর্ত্তব্য। মিলির মত স্ত্রী পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা আর তাকে সাধ্যের অতিরিক্ত করাও বেশী কথা নয়।

যূথিকা। যাক্ ওসব কথা। রোমিও জুলিয়েট খবরের কাগজে খুব advertise করছে, প্লেটা হয়েছে কেমন ?

অমিয়। প্লেটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে।

দীপালী। সিনেমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মেট্রো, গ্রীষ্মকালে যাও গরম নেই শীতকালে শীত নেই।

অমিয়। শুনছিনাকি চিত্রায় ঐ রকম হয়েছে।

যূথিকা। এবার তা হলে মাঝে মাঝে আমরা যাব।

দীপালী। যাই বলো ভাই, চিত্রা তো মেট্রো হতে পাবে না। সাহেবদেব অনুকরণ করা শক্ত।

অমিয়। তাদেব ভেতব অনেক গুণ আছে, যা আমাদের অনুকরণ করা উচিৎ। ওদের সমাজটা ও বেশ।

যূথিকা। তাদের সমাজ তাদেব পক্ষে ভাল কিন্তু আমাদের পক্ষেও কি তাই?

দীপালী। আপনি এখনো বিয়ে কবেননি তাই বলছেন সাহেবদের সমাজটা ভাল, বিয়ে কবলে আপনার মত বদলে যাবে।

অমিয়। কখনো না। আমি স্ত্রীস্বাধীনতাব খুব পক্ষপাতি। আমি আমার স্ত্রীকে ঠিক মনেব মত কিনা দেখে নেবো—আজকালকাব যা হতে হয়—up to date lady. আর তার সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা থাকবে। নাকে নোলক পবা ছিঁচ্ কাঁদুনি একটা খুকী কিছু কাবো আদর্শ জীবন সঙ্গিনী হতে পারে না।

দীপালী। কিন্তু আপনার বাবা মা যদি সেই রকম বা তারই কাছা কাছি একটা আপনাব ঘাড়ে চাপাবাব চেষ্টা করেন?

অমিয়। তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে revolt করতে হবে। বিয়ে কোরবো আমি, তাঁবা নন। এ বিষয়ে তাঁদের মতামতের উপর নির্ভর করে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা মাটী কবতে পারি না।

দীপালী। আপনি তাহলে আপনার স্ত্রী নির্ব্বাচন নিজে করবেন?

অমিয়। নিশ্চয়ই বিয়ে একটা করলেই হলো? যার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে হবে সেইখানেই তো নির্বাচনের কথা বেশী কোরে ওঠে। দেখতে হবে তার সঙ্গে জীবনের আদর্শের মিল আছে কিনা, তার শিক্ষা, স্বভাব, আরো ঢের জিনিষ।

দীপালী। সেটা খুব ভাল, কিন্তু সে দেখার অবসর প্রায় সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বাইরের চক্‌চকে ঠাট্‌টা প্রায় এই বয়সে মুগ্ধ করে এবং সেই জন্যেই কিছুদিন পরে এই রকম বিয়েতে প্রায়ই বিচ্ছেদ ঘটে।

মিলির প্রবেশ

মিলি। চলুন, আমি প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

নিধির প্রবেশ

নিধি। মা চালিগলা বাবুও ঘরে নাহি, বামুনো বেশ মজা হলা। ভণ্ডারো জিনিষ চুরি করিবে। বামুনো মুই চায় বেশী পায় মুই বজার হতে চারি অনা ছ অনা পুরস্কার নেই, পান খাইত্তি চালি যায়।

কোর্টের ফেরৎ মলিনের প্রবেশ

মলিন। আজ একটু দেরী হয়ে গেল, বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে (নিধিকে দেখিয়া) তুই এখানে কি করছিস্?

নিধি। টেবুল ঝাড়্ছি। (ঝাড়াঝুড়িকরণ)।

মলিন। এরা সব কোথায় গেছেরে ?

নিধি অজ্ঞা এই ক্ষিণিকা বাইস্কুপ গলা।

মলিন। আমার জলখাবার নিয়ে আয়। (নিধির প্রস্থান)। (কোট ইত্যাদি ছাড়িয়া) আজ আবার বায়স্কোপ্ ! এইতো সে দিন গেল। বোধ হয় কেউ এসে ধরে নিয়ে গেছে।

নিধির প্রবেশ

নিধি। জলখিইয়া তেয়ারী না অছি, মার-মৈত্র সাজাত আসিথিলা। সব জলখিইয়া খাই গছি।

মলিন। যা বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আয়। খোকা কোথারে ?

নিধি। খোকা বাবু খেড়ুছি। [প্রস্থান।

মলিন। সেই নটার আগে আর ফিরছেনা। ছেলেটাকে খাইয়ে গেছে কিনা তাও জানিনা। রাত্রিরের খাবার ব্যাবস্থা কি করেছে দেখিগে। চাকর বেটা তাড়াতাড়ি খাবারটা আনলে হয়। লোকে আপিসের চাকরী বজায় রাখে বড় বাবুর ভয়ে আর আমি ঘরের চাকরী বজায় রাখি গিন্নির ভয়ে।

[প্রস্থান।

নিধির খাবার লইয়া প্রবেশ

নিধি। (উঁকি ঝুঁকি মারিয়া খাবারের ঠোঙ্গা হইতে লইয়া মুখে দেওয়া)।

মলিনের প্রবেশ

মলিন। কিরে খাবার এনে আমায় ডাকিস নি ?

নিধি। উঁউ।

মলিন। খাবার চুরি করে মুখে পুরেছিস বুঝি !

নিধি। উঁ উঁ।

মলিন। (ঠোঙ্গা কাড়িয়া চপটাঘাত)।

নিধি। গোড়ে ধরি আর না মাবো। এমতি আর না হব।

মলিন। যা এবার ছেড়ে দিলুম, এবাব যদি করিস্, মেরে হাড গুড়িয়ে দেব। বেরো এখান থেকে।

[প্রস্থান।

মলিন। আজ আর জলখাবার খাওয়া বরাতে নেই দেখছি। চায়ের ব্যবস্থা শুধু দেখিগে।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

মিষ্টার দাসের বাড়ীর পার্টি।

মিষ্টার দাস। এই যে মিসেস্ মিটার, ভাল আছেন তো?

মিলি। Thanks. বেশ আছি।

যূথিকা ১. মিলিকে আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছে simply a fairy.

অমিয়। No a witch. I congratulate Mr. Mitter.

দীপালী। মিলি এদিকে আয়। আজ এতো আয়োজন কার মুণ্ড পাত করবার জন্যে?

মিলি। তার মানে?

দীপালী। মিষ্টার মিটার তো তোর বিজিত সম্পত্তি, আর তিনি তো এখানে নেই। আজ এই যে এতো তোড় জোড় কার হৃদয় রাজ্য জয় করবার জন্যে?

মিলি। তোর। একখানা ভাল কাপড় আর একটা গয়না পরলেই বুঝি কারও হৃদয় রাজ্য জয় করতে হবে; আর এত সামান্যতেই যার হৃদয় রাজ্য পরাজয় স্বীকার করে সে রাজ্য জয় করার মত স্পৃহা বা প্রবৃত্তি আমার নেই।

দীপালী। সত্যি নাকি! তবে কি চারে মাছ খেলাবার সাধ হয়েছে? না কতকগুলো পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারবার ইচ্ছে হয়েছে?

মিলি। Don't be silly. তোরা সকলেই সেজে এসেছিস্ আমিও একটু সেজে এসেছি, তাতে অপরাধটা হয়েছে কি ?

দীপালী। ঘোরতর।

মিলি। কিসে ?

দীপালী। (অমিয়র দিকে চাহিয়া) আমি জানি, এখানে উপস্থিত কোন ভদ্রলোক তোকে দেখে charmed হয়ে গেছেন। আইনের বাঁধা না থাকলে আজই propose করে বসতেন।

মিলি। যাঃ !

খানসামার চা লইয়া প্রবেশ

(একজনের চা ঢালিয়া পরিবেশন ও সকলের চা পান)।

অমিয়। (দীপালীর প্রতি) আপনি কার কথা বল্‌ছিলেন।

দীপালী। এখানে উপস্থিত কোন শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকের কথা। আপনার উৎকণ্ঠীত হবার কোন কারণ নেই !

অমিয়। না, মানে আমি ওঁকে একটু admire কর্‌ছিলুম। তার মানে তো আর কিছু নয়।

মিষ্টারদাস। (অমিয়ের প্রতি) মিষ্টার ঘোষ আপনার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

অমিয়। আজ্ঞে না আমি চা একটু ঠাণ্ডা করেই খাই।

দীপালী। (যূথিকারপ্রতি) মাথা ঘুরে গেছে চা আর খাবে কি।

যূথিকা। এতো fickle.

মিষ্টার দাস। (মেয়েদের প্রতি) এইবার আপনাদের গান টান হোক।

মিলি। যুথিকা! একখানা গান গা না।

যুথিকা। না ভাই আমার শরীরটা ভাল নেই।

দীপালী। শরীরটা না মনটা?

যুথিকা। তুই থাম। মিলি তুই ভাই একখানা গা।

দীপালী। (জনান্তিকে) মাথা খেয়েছে।

অমিয়। বেশ! আপনারা তো চুপ চাপ। (মিলির প্রতি) আপনার একখানা গান হোকনা।

মিলি। আপনি যখন বলছেন একখানা গাইছি।

মিলির গান

তোমার পথ চেয়ে
জীবন গেল বয়ে,
নয়ন ভাসে নীরে
এলেনা তুমি ফিরে।
তোমার স্মৃতি রেখা
হৃদয়ে আছে লেখা,
পথেতে আমি একা
আসিয়া দাও দেখা।

সকলে। (করতালি) চমৎকার চমৎকার।

দীপালী। (অমিয়র প্রতি) আপনি যে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন?

অমিয়। না, মানে আমি গানটা appreciate করছিলুম।

দীপালী। ওঃ! আমি মনে করেছিলুম আপনি বুঝি একেবারে ডুবে গেছেন।

অমিয়। বাস্তবিক ডুবে যাওয়াই উচিৎ ছিল। কি সুর, কি ভঙ্গিমা, আর গানের কি গভীর ভাব। সত্যি বলছি মিসেস্ মিটার যেন দিন দিন more charming হচ্ছেন।

মিষ্টার দাস। (যুথিকার প্রতি) এবার আপনার একখানা হোক।

যুথিকার গান

আমার পরাণ উঠেছে জেগে,
তোমার হৃদয় পরশ লেগে।
এসেছিনু আমি পূজারী হয়ে,
প্রাণের মালাটী হাতে লয়ে।
নিঠুর তুমি কেন হোলে,
মালাটী আমার দিলে দলে।

সকলে। (করতালি) চমৎকার চমৎকার।

মিষ্টার দাস। (কর জোড়ে) আজ আপনাদের সঙ্গে যেরূপ আনন্দ পেলাম জীবনে তাহা ভুলিবার নহে। আশা করি মধ্যে মধ্যে আপনারা আমাদের এইরূপ আনন্দ দিবেন। Dinner তৈয়ী দয়া করে যদি ওঠেন।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

মলিনের বসিবার ঘর)

মলিন। কদিন ধরে মক্কেলের কাজগুলো মোটে এগোচ্ছেনা। গিন্নির আজ বায়স্কোপ, কাল পার্টী, পরশু দেখা করতে যাওয়া, এতো লেগেই আছে। সংসারের আর ছেলের ভার লোক জনের আর তারি সামিল আমার উপর। যতক্ষণ বাড়ী থাকবো নয় ছেলের পরিচর্য্যা করতে হবে, না হয় সংসারের ব্যাবস্থা করতে হবে। এ দুটো করবার ভার মোটেই সমায় থাকে না। আরে এটা বোঝেনা মক্কেলের কাজ না করলে ওর সেণ্ট সাবান যোগাবো কোত্থেকে? আধুনিকা স্ত্রী নিয়ে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছে!

(নেপথ্যে মলিন বাবু বাড়ী আছেন)

এই আবার এক মক্কেল জ্বালাতে এলো। কে? ভেতরে আসুন।

মক্কেলের প্রবেশ

মক্কেল। নমস্কার।

মলিন। নমস্কার, বসুন।

মক্কেল। (উপবেশন) আমার কাজটা কতদূর হোলো মশাই?

মলিন। এখনো একটু দেরী আছে।

মক্কেল। সে কি মশাই এখোনো দেরী? টাকা নেবার সময় সেটাতো তাগিদ দিয়ে অগ্রিম নিলেন আর কাজের বেলায় যত দেরী?

মলিন। কদিন বড় ব্যাস্ত আছি; দুচার দিনের মধ্যেই কোরে দেব। আপনি এত ব্যাস্ত হচ্ছেন কেন?

মক্কেল। (স্বগত) টাকাটা আগে দিয়ে ফেলে ভুল করেছি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, না দেখবেন শেষে যেন ফাঁসাবেন না।

মলিন। না না। আমি একটু busy রয়েছি তাই হয়ে ওঠেনি। পরশু দিন ঠিক পাবেন।

মক্কেল। দেখবেন সেদিন এসে যেন ফিরে যেতে না হয়।

মলিন। ফিরে যেতে হবে না, ঠিক করে রাখবো।

মক্কেল। আচ্ছা চল্লুম, নমস্কার।

মলিন। নমস্কার।

[মক্কেলের প্রস্থান।

কিসে যে busy তাত জানেনা মনে করলে কতই না practice. নাঃ! এরকম করলে আর চলবে না। ওকে বেশ একটু খোলাখুলি ভাবেই জানিয়ে দিতে হবে যে এ রকম ক'রলে প্র্যাকটিসের দফা রফা—আর তার মানে আমার আর হাতী পোষা চলবে না।

মৃণালের প্রবেশ

মৃণাল। কিহে সন্ধ্যে বেলা একলা চুপচাপ বসে কি বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রছ?

মলিন। আরে এসো, দোকলা বাজার করতে গেছেন তাই নিজের মনে তার একটু গুণ গান করছি।

মৃণাল। বাজার করতে গেছেন? কেন তোমার চাকর কি হ'ল যে তিনি বাজার করতে গেলেন?

মলিন। মাছ তরকারির বাজার করা নয়রে ভাই, marketing,—যাতে সংসারের কোনই লাভ হয় না—উল্টে আমার পকেটে বেশ টান পড়ে। সাধে কি বলি এক আধুনিকাকে বিয়ে ক'রে পস্তাচ্চি।

মৃণাল। তাই নাকি?

মলিন। সব কথা তো আর বলাও যায় না। তিনি এত বেশী social তার ঠেলা সামলাতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এক পয়সাও জমে না, বাড়ীতে ছেলে নি'য়ে বসে থাকতে হয়, সংসারের খুঁটি নাটি গুলিও দেখতে হয়, ফলে মক্কেলের কাজ হয় না। এই একজন সাতশো কথা শুনিয়ে গেল।

মৃণাল। সে ভাই তোমার দোষ—তুমি এত আলগা দিয়েছ কেন?

মলিন। প্রথমে ঠিক্ বুঝতে পারি নি। এখন বুঝছি রাস টানা যায় না যেতও না। ও একটা আলাদা ধাতু—যেটা বিলিতি সভ্যতার খাদে মিশে শক্ত হয়ে উঠেছে। সেটাকে গলিয়ে আর অন্য ছাঁচে ঢালা চলে না।

মৃণাল। তা হ'লে বিয়ে করে তোমার দুর্গতির সীমা নেই বল?

মলিন। বিয়ে করে ব'লছ কেন? বল so called educated girl বিয়ে করে। আমাদের আগেকার দিনের মেয়েদের কথা ভাব

দিকি। তাঁদের কি বন্ধু বান্ধব ছিল না, না তাঁরা নেমন্তন্ন যেতেন না? কিন্তু ছেলে পুলে বা সংসার তার জন্যে কি কখনও অবহেলা করতেন? বাস্তবিক সেই হিসাবে আগেকার লোকেরা ভাগ্যবান ছিলেন।

মৃণাল। কিন্তু ভায়া, ভাবিতে উচিৎ ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। এখন ঠেকে শিখ'ছ বিয়ের আগে কেউ বললেও কি ওকথা মনে ধর'ত?

মলিন। তা যা বলেছ! তখন ভাবতুম না জানি একজন শিক্ষিতা স্ত্রী পেলে জীবনটা কি সুখেরই হবে।

মৃণাল। ঠিক ঠিক শিক্ষিতা হ'লে জীবনটা অবশ্য খুবই সুখের হয়; কিন্তু so called শিক্ষিতা অর্থাৎ Universityর ছাপ মারা হলেই হয় না। আমার বোনটাকে ভেবেছিলাম Schoolএ দেব—বাবাকে রাজিও করিয়ে ছিলুম—কিন্তু তোমার ও আর পাঁচ জনের দুর্গতি দেখে আর ইচ্ছে নেই।

মলিন। তোমার যে এত সহজেই চৈতন্য হয়েছে সেটা বরাত জোর বলতে হবে।

মৃণাল। আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি যে Collegeএর মেয়েরা যা শিক্ষা পায় সেটা তাদের জীবনে কোনই কাজে লাগে না। আদর্শ মা বা গৃহিনী হবার কোন শিক্ষাই তারা পায় না। উল্টে বিলাসী হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশের জল হাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না, ফলে হয় সংঘাত, বিচ্ছেদ, অশান্তি। যাক্‌গে ওসব কথা—আজ তাহ'লে তুমি কোথাও বেরুচ্ছোনা?

মলিন। কেমন করে আর যাই ?

মৃণাল। আচ্ছা তাহ'লে আমিই একটু ঘুরে আসি।

মলিন। বিয়ে থা করনি বেশ আছ।

মৃণাল। মন্দ কি ?

[প্রস্থান।

মলিন। দেখিগে খোকার খাওয়া হ'ল কিনা।

প্রথম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

পথ।

১ম পথিক। (বিজ্ঞাপন পাঠ)।

২য় পথিক। মশয় ওডা কিস্যার বিজ্ঞাপন ?

১ম পথিক। ও আপনার কাজে লাগবে না।

২য় পথিক। হঃ, আপনাগোর কামে লাইগ্‌ব, আমাগোর কামে লাইগ্‌ব না ? সর‍্যান মশয় সর‍্যান একবার ছাহি ব্যাপারডা কি।

১ম পথিক। দেখুন মশাই ; আমার কথাটা ত বিশ্বাস হ'ল না।

২য় পথিক। (পাঠ) আমার কন্যাকে পড়াইবার জন্নি একজন শিক্ষিতা ভইদ্র মইলা আইবশ্যক। ব্যাতন পঞ্চাশ টাহা। মোইনি মোয়ন রায়। পাঁইচ নম্বর পাইক পারা লেন। টালা। হঃ শিক্ষিতা ভইদ্র মইলা আইবশ্যক। আরে তারা জানে কি ? আমাগো লেইখ্যা পরা শিখ্যা কয়েলকাতায় চাকুরির লাইগ্যা আসলাম তাও দ্যেহি ওনাদের জন্নি পাইবারে জো নাই। আরে তোরা থাকবি বাড়ীর মদ্দি—তোরা আসলি আমাগোর সাথে চাকুরির 'কোম্পিটিসন' কোর্‌তি ! উচ্ছন্নি যা। ব্যাতন পঞ্চাশ টাহা। মুই পাঁচ টাহায় করতি রাজি। ঠিয়ানাডা নুট (Note) কইর‍্যা লই। একবার দ্যাহা করতি হইব। (তথাকরণ)।

১ম পথিক। ঠিকানাটা লিখে কেন আর পণ্ডশ্রম করছেন? ও ত আপনার হবে না। তবে হ্যা আপনার কোন জানাশোনা মহিলা থাকলে তাকে ঠিকানাটা দিয়ে কাজটা হলে কিছু কমিশন্ মারতে পাবেন। সে গুণেও ত আপনাদেক ঘাট নেই।

২য় পথিক। হঃ, সেত পইরের কথা। মুই ভহদ্র লোকের সাথে দ্যাহা কইরা পাঁচ টাহা ব্যাতনে বাজি হইব। আমারে দিবে না? মাহে পয়তাল্লিস টাহা বাঁইচ্চা যাইব।

১ম পথিক। চাকরির মাথাটা আপনারাই খেলেন। তা আপনাদের অমন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশ থাকতে কি দুঃখে কলকাতায় এলেন?

২য় পথিক। রজগার করৃতি। দ্যাশের লোহ্যাব বাসায় থাহি। পাঁচ টাহা হইল্যা আমাগোব বাসা খরচ চইল্যা যায়। তাছাইরা সহালে খবরে কাগজ বেইচ্যা মইধ্যামে সেন্টো সাবান ফিরি কইর‍্যা কিছু পাই।

১ম পথিক। তা করতেও আপনারা কুণ্ঠিত নন!

২য় পথিক। মশয় কাইজের আবার ভাইল মন্দ কি? আসছি টাহা রজগার করতি। যাতে দুটাহা আইসে তাই করতি পারি।

১ম পথিক। ধন্য মশাই আপনারা।

মিলির প্রবেশ

মিলি। পোষ্টের গায়ে কি একটা বিজ্ঞাপন রয়েছেনা। (পাঠ) (স্বগত) এ চাকরিটা করলে মন্দ হয় না; আমার হাত খরচাটা তো

একরকম চলে। কাজটা পেলে ওঁকে একবার দেখিয়ে দিই যে আমিও রোজগার করতে পারি আমি কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না। ঠিকানাটা লিখে নিই। (তথাকরণ)।

২য় পথিক। (স্বগত) আরে মুসকিল, এ আবার লুট কইর‍্যা লয় যে। লুটিসটা না ছিঁইড়্যা কি ভুলই কইর‍্যাছি। ইহারে ভাগাইতে হইব। (প্রকাশ্যে) ঠাকরেণ হাঁ কইর‍্যা দ্যাখছেন কি? ওহানে কম্ম করা ত আপনগোর মত ভইদ্র মইলার কাম নয়। আমি জানি ওই মোইনী মোয়ন এক পাক্কা বদমাইস।

মিলি। এঁ্যা, তাই নাকি ?

২য় পথিক। হঃ, মুই কি আপনাগোর সাথে তামাসা করতিছি। লুটিস দিইয়্যা ভইদ্র ঘর্যার মাইয়াছ্যালেরে লইয়া যাইয়া ব্যাইজ্জ্যৎ করে।

মিলি। সর্ব্বনাশ ! (স্বগত) তাও কি হতে পারে ? বাঙ্গালটা আমাকে ভাগাবার মতলব করছেনা ত। একবার দেখাই যাক না, কলকাতার সহর বেইজ্জ্যৎ করলেই হলো ?

চঞ্চল পদক্ষেপে তৃতীয় পথিকের প্রবেশ এবং মিলি হঠাৎ ফেরাতে তাহার সহিত সংঘর্ষ

৩য় পথিক। আহা ! ক্ষমা করবেন হঠাৎ লেগেগেছে।

মিলি। You brute. (পা হইতে জুতো খুলিয়া প্রহার)।

৩য় পথিক। হাঁ হাঁ, করেন কি।

মিলি। ইচ্ছা করে ভদ্র মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে আবার মাপ চাওয়া। Damn, Swine.

৩য় পথিক। সত্যি বলছি ইচ্ছে করে নয় হঠাৎ লেগে গেছে। আমার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।

মিলি। নাঃ। কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। আমি কিছু বুঝি না নয়? আজকালকার ছেলেগুলা হয়েছে এমনি পাজি, ওপরে ভদ্রতা দেখায় পেটেপেটে বজ্জাতি। Fool, Nonsence. (মারিতে উদ্যত)।

১ম পথিক। সত্যই আপনি ওঁর প্রতি অবিচার করছেন। আমি তো দেখছি, ও ভদ্র লোক ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগাইনি জোরে যেতে গিয়ে—

মিলি। থামুন মশাই। আপনিও দেখছি ওই দলের। আপনাদের জন্যেই তো রাস্তায় বেরোনো মুস্কিল।

২য় পথিক। পাকের ঘর ছাড়ি রাস্তায় বাহির হন কেন? সেত ওই ধাক্কা থাইবার লাইগ্যা? এহন অমন করলি চলবা কেন?

[রাগিয়া মিলির প্রস্থান।

অন্য পথিকগণের প্রবেশ

৪র্থ পথিক। কি হয়েছিল মশাই কি হয়েছিল।

২য় পথিক। হঃ বিবি জান বাহার দিতি বাইর হইছিল্যান, এই ভইদ্র লোকের সাথে যাই দৈবাৎ ধাক্কা লাইগলো অমনি জুইত্যা

খুইল্যা কি মার রে—হোইও হোইও। আপনাগোর ভ্যাশের এই ভদ্রলোক এক্কেবাইরে ম্যাইয়া ছ্যোবে। এত খাতির কিস্যার রে মনি। লাইগতো আমাগোর সাথে তো দ্যাহায়ে দিতাম বাছা ধনির‍্যা—এই জুইত্যা খুইল্যা দিতাম তার মাথে।

৪র্থ পথিক। আপনিও কেন দিলেন না ফিরিয়ে ছুকা? পাল্টা না পেলে ওসব মেয়ে সায়েস্তা হয় না।

৫ম পথিক। আজ কাল কার মেয়েগুলো হলো কি?

৩য় পথিক। এতো মেয়ে নয় পুরুষের বাবা। পিঠটা আমার জলিয়ে দিলে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মলিনের বসিবার ঘর।

(মলিন কাজে ব্যাস্ত) (নেপথ্যে মলিন বাবু বাড়ী আছেন)।

মলিন। গলাটা অপরিচিত ; কোন নতুন মক্কেল হবে। কে ? ভেতরে আসুন।

জুয়েলারের প্রবেশ

জুয়েলার। আপনার নাম কি মলিন বাবু—মলিন মিটার advocate ?

মলিন। হ্যাঁ আপনার কি দরকার বলুন তো ?

জুয়েলার। আপনার নামে একটা বিল আছে।

মলিন। আমার নামে ? কিসের বিল ?

জুয়েলার। আজ্ঞে আপনার স্ত্রী যে নেকলেসটা আমার কাছ থেকে কিনে ছিলেন তার first monthly instalmentটা due হয়েছে।

মলিন। সে কি মশাই ? আমার স্ত্রী কিনেছেন নেকলেস ? instalmentএ ? কই আমি তো কিছু জানি না। কত টাকায় ?

জুয়েলার। আজ্ঞে পাঁচশো কুড়ি টাকায়। তার একশো টাকা গত মাসে দিয়েছেন। বাকি মাসিক তিরিশ টাকা কিস্তিতে দেবেন বলেছিলেন।

মলিন। (স্বগত) টাকা হাতে এলে একটা নেকলেস্ কিনে দেব বলেছিলুম, দেখছি তার আর তর সয়নি। (প্রকাশ্যে) দেখি আপনার বিল। (বিল দেখিয়া) (স্বগত) এত তারই সই দেখছি! আমাকে একবার বলেও নি! হাতে একেবারে টাকা নেই, কি করা যায়? (প্রকাশ্যে) দেখুন আমার স্ত্রী এখন বাড়ী নেই, আর বোধ হয় এ বিষয়ে আমায় বলতে ভুলে গেছেন। যাই হোক্ আপনি দিন সাতেক বাদে আসবেন। আমি জিজ্ঞাসা করে ব্যাবস্থা করে রাখবো এখন।

জুয়েলার। আজ্ঞে তাহ'লে কখন আসবো?

মলিন। আগামী রবিবার সকালে। (নেপথ্যে বেহারা 'বেহারা) কাকে চাই? ভেতরে আসুন।

কাপড়ওয়ালার প্রবেশ

জুয়েলার। আচ্ছা। আজ তাহলে আসি। নমস্কার।

মলিন। নমস্কার।

[জুয়েলারের প্রস্থান।

কাপড়ওয়ালা। মলিন বাবু কাহার নাম আসে?

মলিন। আমার নাম, কি দরকার?

কাপড়ওয়ালা। আপনা ইস্ত্রী চারো খানা বেনারসি সাড়ী হামাদের দুকানসে কিনিএসেন তার দর বাকি আসে।

মলিন। (স্বগত) ওরে বাবা এ আবার এক পাওনাদার! (প্রকাশ্যে) আমার স্ত্রী এনেছেন? কই আমিতো কিছুই জানি না!

কাপড়ওয়ালা। আপনা ইস্ত্রীকে পুছ্‌লেই জানতে পারবে।

মলিন। তা অবশ্য পারবো, কিন্তু তিনিতো এখন বাড়ী নেই; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম।

কাপড়ওয়ালা। ও আন্দাজ একমাস হোবে। এখনো প্রায় দোশো পঁচাশ রূপেয়া পাওনা আসে। হামাকে আজ কুছু দিতে হোবে।

মলিন। আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। আপনার কথা ছাড়া আমার স্ত্রী কাপড় কিনেছেন কিনা তার কোন প্রমাণই আমি পাইনি, তাছাড়া তার ফিরতেও দেরী হবে, সুতরাং আজকেই যে আপনি কিছু পাবেন সে ভরসা আমি দিতে পারি না। আপনি বরং আগামী রবিবার সকালে আসবেন। আমি ইতিমধ্যে যাহোক একটা ব্যবস্থা কোরে রাখবো।

কাপড়ওয়ালা। (স্বগত) আদমীকো নেহি জানায়া। ইয়ে লোকনকো কেয়া হাল মালুম হোতা নেহি। (প্রকাশ্যে) ওহি দিন হামাকে শুধু হাতে ফিরতি হোবে না তো? এ থোড়া রূপেয়া আসে, দিয়ে দিলি হোয়।

মলিন। দেখবো কত দেওয়া যেতে পারে, আচ্ছা নমস্কার।

কাপড়ওয়ালা। রাম। রাম।

[কাপড়ওয়ালার প্রস্থান।

(নেপথ্যে মলিনবাবু আছেন)

মলিন। আবার একশালা পাওনাদার এসেছেগো! কে? ভেতরে আসুন।

দোকানদারের প্রবেশ

মলিন। তোমার মুখটা যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে?

দোকানদার। আজ্ঞে, আমি এই মোড়ের মাথার মনিহারীর দোকান থেকে আসছি। আপনার কিছু বাকী পড়ে আছে—

মলিন। আমার কাছ থেকে পাওনা? আমিতো তোমাদের দোকান থেকে কোন জিনিষ ধার কিনিনি।

দোকানদার। আজ্ঞে, গত মাসে মাঠাকরুণ সেন্ট, সাবান ইত্যাদি চাকরকে দিয়ে আনিয়েছেন, এই মোট তিরিশ টাকা সাড়ে বারো আনা।

মলিন। বলো কি হে, তিরিশ টাকা সাড়ে বারো আনা? আমিতো মাস মাস তার প্রসাধনের জিনিষ নিজে কিনে দিই। তবুও আবার অত কিসে লাগলো?

দোকানদার। আজ্ঞে, মাঠাকরুণ আরও ভাল ভাল জিনিষ ব্যবহার করেন কিনা? তাই আপনি যে সব জিনিষ কেনেন, সে সব গুলো ফেরৎ দিয়ে দামী জিনিষ আনান্।

মলিন। হুঁ! আজ তিনি বাড়ী নেই, ফিরতেও অনেক দেরী হ'তে পারে, তুমি বরং আগামী রবিবার এসো, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

[দোকানদারের প্রস্থান।

উঃ! কি গুখুরীই করেছি, দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা হয়েছে আমার! এতগুলো দেনা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে, খুনাক্ষরে আমায় জানতে দেয়নি! কি সাংঘাতিক মেয়ে

মানুষ। হিন্দু আইনে ডাইভোর্স নেই, থাকলে আজই করতুম। নাঃ, অনেক সয়েছি আর নয়। আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বো। নিধি! নিধি!

নিধির প্রবেশ।

নিধি। মোতে ডাকুছি?

মলিন। তোর মা কোথায় গেছে জানিস্?

নিধি। অজ্ঞা, মু না জাম্বুছি।

মলিন। আচ্ছা, যা।

[নিধির প্রস্থান।

মিলির প্রবেশ।

মলিন। এত সকালে কোথায় গিসলে শুনি? যাবার সময় একটু জানিয়ে যাবারও অবসর হয়নি?

মিলি। একটু বেড়াতে গেসলুম. তাও তোমাকে জানিয়ে যেতে হবে?

মলিন। গেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। যদি বলি হ্যাঁ তা হবে?

মিলি। তুমি কি তোমার স্বামীত্বের অধিকার ফলাবার চেষ্টায় আছো? দুটো মন্ত্র পড়ে বিয়ে করলেই কারোর ওপরে অধিকার জন্মায় না!

মলিন। না, অধিকার জন্মায় না! শুধু দায়ীত্ব জন্মায়, কেমন? তোমার আদর্শ স্বামী মানে একাধারে চাকর, দরোয়ান ও

ব্যাঙ্কার—হুকুম মত কাজ করবে, দরকার হলে undesirble personএর হাত থেকে রক্ষা করবে, আর সই করলেই বিনা ওজরে টাকা দেবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি সে রকম স্বামী হবার চেষ্টা করেও পারিনি। যাক্ তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরী কথা আছে।

মিলি। কি বলো?

মলিন। তুমি আগে কাপড় ছেড়ে এসো।

মিলি। না আগে বলো।

মলিন। তুমি নেকলেস্ কিনেছ, কাপড় কিনেছ—ধারে?

মিলি। কিনিছি। তাতে কি হয়েছে?

মলিন। তুমি জান আমি ধারে জিনিষ কেনাটা মোটেই পছন্দ করি না। আর সে সম্বন্ধে আমাকে কিছুই জানাওনি, পাছে আমি অমত করি।

মিলি। তোমার হাতে তখন টাকা ছিল না; আর জিনিষগুলোও আমার বিশেষ দরকার হয়ে ছিল। ভেবেছিলুম তোমায় পরে জানাবো, তারপর ভুলে গেছি। আমি জানি তুমি আমার কোন কাজে প্রতিবাদ করো না।

মলিন। প্রতিবাদ হয়তো করতুম না, কিন্তু তোমার কাজটা বড়ই অন্যায় হয়েছে। বিশেষ যখন তোমার কাপড় গয়না যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া তুমি যে জিনিষগুলো কিনেছ তার দর দেবার মত অবস্থা আমার নয়।

মিলি অন্যায় আর কি হয়েছে। আমার কাপড় গয়নাগুলো সবইতো

পুরোনো হয়েগেছে। তার ওড়ন পাড়ন আর কত চলে? সেই একই জিনিষ পরে পার্টীতে গেলে লোকে বলবে কি? তাতে তোমার মানটা থাকবে কোথায়? আর গয়নাটাতো তুমি দেবেই বলে ছিলে। আমি না হয় দিন কতক আগে কিনিছি, আর দরটা কিছু বেশী হয়েছে। ওর কমে আর গয়না হয় না। তাছাড়া তোমার কত সুবিধে করে দিইছি, এক সঙ্গে দিতে হবে না instalmentএ দিলেই চলবে।

মলিন। ধন্যবাদ! আমাদের বিয়েত এই হয়েছে তিন বছর, এর মধ্যেই সব কাপড় গয়না পুরোনো হয়েগেল? দেনা করে গয়না পরে স্বামীর মান বাড়ানোটা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। আর যে ধার আমার ঘাড়ে চাপিয়েছ তা দেবার আমার সামর্থ নেই।

মিলি। এই সামান্য টাকা দেবার মত অবস্থা যদি তোমার না থাকে, তাহলে তোমার বিয়ে করা উচিৎ হয়নি।

মলিন। একশো বার। তোমাকে বিয়ে করা যে উচিৎ হয়নি তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

মিলি। ঠিক তাই; সেটা উভয়তঃ। তুমি আমার জীবনটা ব্যর্থ কোরে দিয়েছ। কি পেয়েছি তোমার কাছ থেকে? জীবনের কোন সাধটা মেটাতে পেরেছ? মটর নেই, রেডিও নেই, বাড়ীতে একটা টেলিফোন পর্য্যন্ত নেই! সামান্য কখানা গয়না কিনিছি বোলে আমার কাছ থেকে explanation চাইতে এসেছ? লজ্জা করে না!

মলিন। কি? লজ্জা আমার হবে? আমার ওপর আবার উল্টো চাপ! জীবন আমি ব্যর্থ কোরে দিয়েছি? তুমি পাওনি কি? আমি কিছু কুৎসিত নয়, লেখাপড়াও কিছু শিখিছি, মাথা গোঁজবারও একটা স্থান আছে, ভিক্ষে করে সংসার চালাবার মত অবস্থা এখনোও হয়নি, আর চরিত্রের দোষও কেউ কখনও দেখেনি, তার ওপর আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবেসেছিলুম। কিন্তু তোমার কাছথেকে পেইছি কি?

মিলি। ফুঃ, ভালবাসা! যার টাকা নেই সে আবার ভালবাসতে জানে? তার ভালবাসার মূল্য কি? হ্যাঁ ভালবাসে বটে কনার স্বামী। আমি তাকে দুদিন এক কাপড় এক গয়না পরে আসতে দেখিনি; হীরে দিয়ে গা মুড়ে দিয়েছে; মুখ থেকে কথা খসাবার আগে সব হাজির, স্বামীর গঞ্জনা কাকে বলে সে তা জানে না। আমার যেমন পোড়া বরাত!

মলিন। তাই যদি তোমার ধারণা, দেখে শুনে একটা princeকে বিয়ে করলেই পারতে। গেরস্ত ঘরে প্রজাপতির মত আহার দিয়ে পাঁচ ফুলের মধু খেয়ে উড়ে বেড়ানো চলে না এটা তোমার জানা উচিৎ ছিল।

মিলি। তুমি কা বলতে চাও? সামান্য গোটা কতক টাকা দিতে হবে বলে তোমার এতো কথা সহ্য করতে হবে? তা মোটেই করবো না। টাকা আমিই দেবো।

মলিন। সেতো আমারই পকেট থেকে?

মিলি। কেন, আমি কি রোজগার করতে পারবো না? আমাকে এতই অপদার্থ ঠাওরালে?

মলিন। অত সহজ নয়! রোজগার করাটা কি জিনিষ একবার চেষ্টা কোরে দেখনা।

মিলি। বেশ। আমি আজই মাষ্টারী ঠিক করতে যাব, দেখো পারি কিনা।

মলিন। খুব ভাল কথা। যাবার আগে বোলে যাও আর কোথায় কি দেনা কোরেছ?

মিলি। সে খবর জানবার আর তোমার দরকার নেই, আমার নিজের দেনা নিজেই শোধ কোরবো।

মলিন। তোমার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। দয়া কোরে তোমার পাওনাদারগুলিকে বলো যেন তাঁরা আমার বাড়ী বয়ে এসে তাগিদ না করেন।

মিলি। বেশ, তাই হবে। আর শোনো, আমার এখানে থাকা পোষাচ্ছে না। যে সময়টা তোমার সংসারের পেছনে খাটতে হয় সে সময়টা অন্য কাজ করলে বেশ দুপয়সা রোজগার করতে পারি।

মলিন। তুমি সংসারের কি এমন করো? যে টুকু সময় বাড়ীতে থাক সেতো নিজের সাজ-গোজ আর বন্ধু বান্ধবীদের নিয়েই কাটে। এই যে একটা কচি ছেলে, দেখ তুমি তাকে? আমার সংসারের পেছনে তোমাকে বড়ই খাটতে হয়, নয়? পরের সংসার না করলে তাতে টাকাও মেলে না romanceও

হয় না, কেমন ? বেশ, তাই করোগে। কিন্তু ছেলেটার কি হবে ?

মিলি। আমিতো সংসারের কিছুই করি না—বুঝবে! আর ছেলের কথা বলছো ? আমি কি ছেলে চেয়ে ছিলুম ? ও এসেইতো আমার সব মাটী কোরে দিয়েছে। ছেলের বিষয় আমি কি জানি। তুমি দেখতে না পারো কোনো orphanageএ পাঠিয়ে দিও। আমি আজই চলে যাবো।

মলিন। বাঁচা যাবে! এখানে তো থাকবে না, বাপের বাড়ীর সুবাদেও তো কেউ নেই, থাকবে কোথায় ? রাখবে কে ?

মিলি। সে ভাবনায় তোমার দরকার নেই। কোলকাতার সহরে পয়সা ফেললে থাবার থাকবার অভাব হবে না।

মলিন। ভাবনা একটু আছে বই কি। হিন্দু আইনে তো divorce নেই যে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমার সুনাম দুর্ণামের ওপর আমার এবং তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। টাকা তোমার নেই—বয়েস আছে। এই বয়েসে অনেকেই তোমায় আশ্রয় দেবে; কিন্তু সেটা নিঃস্বার্থ ভাবে নয়, এটা জেনে রেখো।

মিলি। তোমার অযাচিত উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। তোমাতে আমাতে এই শেষ।

[মিলির প্রস্থান।

মলিন। দেখুক একবার কতধানে কতচাল। টাকা রাস্তার ছড়ানো রয়েছে কিনা, যাবেন আর আঁচল ভর্ত্তি কোরে তুলে নেবেন।

Silly. তিনটাতো প্রাণী, বাড়ী ভাড়া লাগেনা তবু মাসে তিনশো টাকায় কুলোয় না! ধারে ধারে আমায় ডুবিয়েছে! একেবারে জানতে দেয়নি! বুঝুক একবার টাকা রোজগার করাটা কি ব্যাপার। দু চার জায়গায় ঘা খেলেই আপনি তেজ ম'রবে, তখন আবার সুড় সুড় ক'রে ফিরে আসতে পথ পাবে না। মরুকগে! দেখিগে যাই ছেলেটা কি ক'রছে। চাকর বেটা হয়ত এখনও খেতে দেয়নি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোহিনী বাবুর বাটী।

মোহিনী। মেয়েটাকে পড়াব বোলে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম— রোজ প্রায় দশ পনেরো জন কোরে মাষ্টারনি আস্‌চে; কিন্তু একটাও ঠিক মনের মতন পাচ্ছি না। কেউ গান জানে তো সেলাই জানে না, কেউ পড়াতে পারে তো গান বাজনা জানে না। সাজ গোজ কোরলে কি হবে—একটারও ভদ্দরলোকের মত চেহারা নয়। আবার উৎপাৎ—কতকগুলো ছোকরাও উমেদারীতে লেগেছে। একটা বাঙ্গাল বলে গেল মাত্তর পাঁচ টাকায় পড়াবে। উহুঁ, মতলব ভাল নয়।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু আপনার সঙ্গে একটা মেয়ে লোক দেখা ক'রতে চাইছেন।

মোহিনী। তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

মিলির প্রবেশ

মিলি। নমস্কার! আপনি কি Mr. Ray.

মোহিনী। আজ্ঞে হাঁ! বসুন! (মিলির উপবেশন) (সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) চেহারাটাত ভদ্দর 'গোচের' মনে

হচ্চে। দেখা যাক্ বিদ্যের দৌড়টা। (প্রকাশ্যে) আপনি কি আমার বিজ্ঞাপনটা দেখে আস্‌চেন ?

মিলি। আজ্ঞে হাঁ।

মোহিনী। আমার মেয়েটি সামান্য ইংরাজি পড়েছে। আমার ইচ্ছে তাকে বেশ কিছু ইংরাজি পড়িয়ে up to date কোরে তুলি।

মিলি। আমিও একজন up to date পন্থি। আপনি এ সম্বন্ধে আমার ওপর নির্ভর ক'রতে পারেন।

মোহিনী। আপনি গান শেখাতে পারবেন কি ?

মিলি। খুব পারবো।

মোহিনী। সেলাই জানেন কি ?

মিলি। জানি।

মোহিনী। তা আপনি কতদূর পড়েছেন ?

মিলি। আমি আই, এ পাস করেছি।

মোহিনী। আগে কাউকে পড়িয়েছেন কি ?

মিলি। না পড়াই নি বটে, তবে আপনার মেয়েকে পডাতে পারবো বলে বিশ্বাস রাখি !

মোহিনী। আপনি পারবেন বোলে আমারও ভরসা হয়। তা হোলে পঞ্চাশ টাকাতে আপনি রাজি ?

মিলি। আজ্ঞে হাঁ।

মোহিনী। দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন—দেখে তো আপনাকে বিবাহিত বলেই মনে হচ্চে। তা, আপনার স্বামীর নামটা? আপনাদের কোথায় থাকা হয় ?

মিলি। (স্বগতঃ) এইরে গোল বাঁধালে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে আমি এইখানেই একটা হোষ্টেলে থাকি; আমার স্বামী বিদেশে কাজ করেন, নামটা আমি লিখে জানাতে পারি।

মোহিনী। তা না হয় পরে জানাবেন। মেসে থাকতে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়? আপনি কেন আমাদের এখানে থাকুন না।

মিলি। আপনাদের যদি অসুবিধা না হয় তবে এখানে থাকতে আমার আপত্তি নেই।

মোহিনী। না না, আমাদের কিছুই অসুবিধে হবেনা। আমি বলিকি, তা হোলে আজ থেকেই কাজে লেগে জান না। এক সময় গিয়ে আপনার জিনিষ পত্তরগুলো নিয়ে আস্‌বেন। আমি ঠিক এই রকমটাই খুঁজছিলুম। আমার মেয়ের এতে খুব সুবিধেই হবে। আমার মেয়েকে ডাকতে পাঠাচ্চি—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

নীলমাধবের প্রবেশ

নীলমাধব। বাবা আপনি বেড়াতে যাবেন না? (মিলিকে দেখিয়া) ওরে বাবাঃ (পলায়ন)।

মোহিনী। নীলু শোন্ শোন্, ওমনি কোরে পালালি কেন?

নীলমাধব। (বাহির হইতে) উনি এখানে কেন? ওঁকে আগে যেতে বলুন।

মোহিনী। উনি যে আমাদের বাড়ীতে থেকে খুকিকে পড়াবেন।

নীলমাধব। (নেপথ্যে) তাহোলে আমি মেসে গিয়ে থাক্‌বো।

মোহিনী। কেন, কি হোয়েচে? তোর হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারচি না। আয় ভাল কোরে খুলে বল্‌।

নীলমাধবের পুনঃ প্রবেশ

নীলমাধব। রাস্তায় যেতে যেতে আমার সঙ্গে সেদিন ওঁর হটাৎ ধাক্কা লাগে। আমি যেই না ক্ষমা চাওয়া ওমনি উনি জুতো দিয়ে আমার পিঠের ধূলো বেশ একচোট ঝেড়ে দিলেন। আমি বোলেই তাই কিছু বোললুম না। অন্য লোকের পাল্লায় পড়লে সেদিন টের পেতেন।

মোহিনী। নীলু যা বলছে তা কি সত্যি?

মিলি। আজ্ঞে হাঁ। আমি বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম উনি বুঝি ইচ্ছে কোরে ধাক্কা মেরেচেন। কাজটা যে আমার খুবই অন্যায় হয়েছিল তা আমি বেশ বুঝ্‌চি। আমি ওঁর কাছ থেকে তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

নীলমাধব। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্চে এই যে একটা গুণ্ডার সঙ্গে অমন হোলে, তাকে মারতে ভয়ে আপনার হাত উঠতো না। ভদ্রলোক দেখেই আপনার মারবার সাহস হয়েছিল। তার কারণ আপনি আমার কাছ থেকে ওটা ফেরৎ পাবার আশা করেন নি। আপনার সঙ্গে দেখা হলেই আমার সেই অপমানের কথাটা মনে পড়বে। সুতরাং আপনার সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেটাই মঙ্গল।

মিলি। বেশ, এখানে না হয় থাকবো না, শুধু পড়িয়ে যাব।

মোহিনী। না কাজনেই, আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

[মিলির প্রস্থান।

হ্যাঁরে নীলু, আজকালকার মেয়েগুলো দু পাতা ইংরিজি পড়ে এমনি ধিঙ্গি হয়েচে! কোন দিন না স্বামীকে ঠেঙ্গিয়ে বসে।

নীলমাধব। সে রকমও তো মাঝে মাঝে শোনা যায়।

মোহিনী। অ্যাঁ বলিস কি নীলু? লেখাপড়ায় যে একেবারে ঘেন্না ধরালে।

নীলমাধব। লেখাপড়াটা তো দোষের নয়—দোষ হচ্চে আমাদের। আমরা মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিই না। দু পাতা ইংরিজী পড়েই তাদের মাথা বিগড়ে যায়। হিন্দুর আদর্শ যায় ভুলে— বিলিতি সভ্যতার অনুকরণ করতে শেখে।

মোহিনী। ভাবচি খুকিকে আর মেম সাহেব তৈরী কোরব না। বাড়ীতে একজন বুড়ো মাষ্টার রেখে লেখাপড়া শেখাব; আর তার মাকে বলে দেব খুকিকে সংসারের কাজকর্ম্ম শেখাতে। ভাগ্যিস তুই এসে পড়েছিলি নইলে ওই মাষ্টারণী বেটীকে রাখলে লেখাপড়া শেখাক্ আর নাই শেখাক্, ওর আদব কায়দাগুলো শেখালেই অস্থির হোতে হোত। যাক্ ঘাড়থেকে ভুত নামলো। চল্ তোর মাকে সব বুঝিয়ে বলিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

মিলির প্রবেশ, পথিকগণের আনাগোনা

মিলি। বিজ্ঞাপনের attractive termsটা দেখে বেশ একটু আশা হোয়ে ছিল, কিন্তু বড়ই নিরাশ হোতে হোলো। মিষ্টার রায় লোক মন্দ নয়। তাকে বেশ বাগিয়েও এনেছিলুম, কিন্তু ছেলেটা এসেই সব মাটী কোরে দিলে। চাকরীর খাতিরে মাপ চাইলুম কিন্তু কাজে লাগলো না। পঞ্চাশ টাকার মায়া ত্যাগ করতে হলো। দেখি আর কোথাও জোগাড় করতে পারি কিনা। উপস্থিত এখন কোথায় যাই তাই ভাবছি। একটা ladies' messএ গেলেই ভাল হয় কিন্তু একটা পয়সাও তো হাতে নেই।

কাপড়ওয়ালার প্রবেশ

কাপড়ওয়ালা। ইধার আনেসে বহুত তকলিফ্ হোতা। কেয়া করেগা, তাগিদ দেনেকো বাস্তে আনে হোতা। একঠো ঔরৎভি হামকো বহুত হায়রানি কিয়া হ্যায়। কাপড়া লিয়া লেকিন, উসসে বহুত রূপেয়া মিলনা হ্যায়। বিসওয়াস পর ছোড় দিয়া আভি হায়রানি হোতা।

মিলি। (স্বগত) এইরে সেরেছে! (পিছন ফিরিয়া গমন উদ্যত)।

কাপড়ওয়ালা। (স্বগত) আরে ইয়েতো ওহি জানানা হ্যায়। হামকো দেখকে ভাগতা হ্যায় কিস্‌কা বাস্তে। (প্রকাশ্যে) এ বিবিসাব এ বিবিসাব।

মিলি। (ফিরিয়া) আমায় ডাকছেন ?

কাপড়ওয়ালা। আপনেসে মুলাকাত হোয়ে বহুত ভালা হোলো। হামাদের রূপেয়াকো কেয়া বন্দবস্ত্ করিয়েসেন। আপনা বাড়ীমে মুলাকাত নেহি হোলো, সাব বোল্লো সাত রোজ বাদ আও। এতনা দেরী করলে কোমন হোবে।

মিলি। আপনার আমার বাড়ীতে যাবার দরকার নেই; আমি যত শীগ্‌গীর পারি টাকাটা আপনার দোকানে পাঠিয়ে দেবো।

কাপড়ওয়ালা। আপনে দুকানমে রূপেয়া ভেজবে, এহি বাত হামলোক কো বিসওয়াস হোয়ে না। ঠিক বোলেন আপনে কোন রোজ রূপেয়া দেবে, হামি আপনে বাড়ীমে যাবে।

মিলি। না না, আমার বাড়ীতে আসতে হবে না, ঠিক দোকানে পাঠিয়ে দেবো।

কাপড়ওয়ালা। দেখিয়ে আপনা বাতকো খিলাপি না হোয়। বাতকো খিলাপি হোলে হামলোক্ সিধামে ছোড়বে না।

[প্রস্থান।

মিলি। ভারীতো টাকা তার আবার এত কথা! মেড়ো জাতটাই ঐ রকম। (পোষ্টের দিকে চাহিয়া) ওটা বিজ্ঞাপন বলে মনে হচ্ছে (পাঠ)।

বদমাইস পথিকের প্রবেশ

বদমাইস পথিক। (মিলির গায়ের উপর দাঁড়াইয়া পাঠ)।

মিলি। দেখতে পাচ্ছেন না, গায়েব ওপর এসে দাঁড়াচ্ছেন।

বদমাইস পথিক। তাতে আর হয়েছে কি? তুমিতো আর মোমের পুতুল নও গো যে গলে যাবে।

মিলি। ছোটলোক ইতর (জুতো দেখাইয়া) এইটা পিঠে পড়লে তবে তোমার চৈতন্ম হবে।

বদমাইস পথিক। তাই নাকি? তবে কে কার চৈতন্ম দেয় দেখা য়াক (হাত ধরিল)।

মিলি। Damn, nonsense, brute. (হাত ছাড়াইবার চেষ্টা)।

বদমাইস পথিক। এবাব যদি আমি তোমায় এক ঘা জু' ' কশাই কে তোমায় রক্ষা করে?

একজন পথিকের প্রবেশ

মিলি। আমাকে বাঁচান আমি বড়ই বিপন্ন।

পথিক। (হাত ছাড়াইয়া দিয়া বদমাইস পথিকের প্রতি) ছিঃ মশাই! ভদ্রলোকের মেয়েছেলের প্রতি একি ব্যাবহার?

বদমাইস পথিক। ভদ্রলোকের মেয়ে না ছাই। ভদ্রলোকের মেয়েরা কি রাস্তায় এমনি বাহার দিতে বেবোয়? তাছাড়া ও আমাকে জুতো দেখালে কেন?

মিলি। আমি আগেই জুতো দেখাই নি, ruffianটা আগে আমাব

গায়ের ওপর এসে দাঁড়াল, আমি সরতে বলাতে বল্লে মোমের পুতুল নও তো যে গলে যাবে।' Idiot, brute.

অন্যান্য পথিকগণের প্রবেশ ও ভিড় করা

পথিক। (বদমাইস পথিকের প্রতি) দোষ আপনারই। একজন ভদ্রমহিলার হাত ধরা অত্যন্ত অন্যায়।

বদমাইস পথিক। দোষতো আমারই হবে। সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়।

অমিয়র প্রবেশ

অমিয়। মশাই ব্যাপার কি এত ভিড় কিসের ?

পথিক। একজন ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে একটা লোক বেইজ্জোৎ কর্‌ছিল। আমরা এসে পড়ায় তাঁকে ছাড়ালুম।

অমিয়। কই দেখি (ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ) আরে ! মিসেস্ মিটার ! আপনি এখানে ? বাইরে আসুন।

মিলি। (বাইরে আসিয়া) মিষ্টার ঘোষ আমি বড়ই বিপদে পড়েছি, আমাকে বাঁচান দয়া করে ; দিন কতকের জন্যে আপনার বাড়ীতে থাকতে দিন ?

অমিয়। এ আর বেশী কথা কি ? এখুনি চলুন। কিন্তু আমার বাড়ীতে থাকতে, মিষ্টার মিটারের অমত হবেনা তো ?

মিলি। না, সে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছি।

অমিয়। মানে ? আপনার হেঁয়ালির কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ?

মিলি। পরে সব কথা বলবো। এখন তাড়াতাড়ি আপনার বাড়ীতে চলুন। দেখছেন না লোকগুলো কি রকম হাঁকরে চেয়ে আছে।

অমিয়। (পথিকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হ্যাঁ চলুন। ঐ একটা খালি টেক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। (হাতছানি দিয়া) Taxi taxi.

[অমিয় ও মিলিব প্রস্থান।

একজন পথিক। দেখলেন মশাই এলো আর ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। তাজ্জব ব্যাপার।

অন্য পথিক। ওতো আজকাল আকচার হচ্ছে মশাই। মিথ্যে দাঁড়িয়ে জটলা কোবে কি হবে, চলুন যে যাব কাজে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

যূথিকাদের বসিবার ঘর।

দীপালী। সেদিন মিলির খোঁজে গিয়ে দেখি পাখী উড়েছে।

যূথিকা। অর্থাৎ ?

দীপালী। মিলি মলিন বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় চলে গেছে, মলিন বাবু জানেন না।

যূথিকা ও মা! সত্যি? কি হয়েছিল তাদের?

দীপালী। কি জা'ন। কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল সেটা তো আর মলিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করা যায় না।

যূথিকা। নাঃ, ওর sentimental স্বভাবটা গেল না! কাজটা কিন্তু ভাল করলে না।

দীপালী। এদান্তো মিলি যে রকম বাড়িয়ে তুলেছিল তাতে ঝগড়া এতদিন হয়নি কেন তাই আশ্চর্য্যি। মলিন বাবু বেচারার বড়ই লেগেছে মনে হলো।

যূথিকা। মিলি গেল কোথায়?

অমিয়র প্রবেশ

দীপালী। (অমিয়র প্রতি) এই যে মিষ্টার ঘোষ! মিলির কিছু খবর রাখেন?

অমিয় না, হ্যাঁ, মানে প্রায় পনেরো দিন তাঁর কোনো খোঁজ খবর পাইনি।

দীপালী। আমরা তো প্রায় তিন সপ্তা তার কোনো খবর পাইনি ; বোঝা যাচ্ছে আপনি পনেরো দিন আগে তার খবর পেয়েছিলেন।

অমিয়। মানে, তিনি বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন তাই।

দীপালী। খুলেই বলুন না—তিনি বিপন্ন হয়ে আপনার আশ্রয় চেয়েছিলেন—এবং আপনিও দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কেমন কিনা ?

অমিয়। দয়াপরবশ হয়ে নয়, সেটা হচ্ছে কর্ত্তব্য। একজন ভদ্রমহিলা—বিশেষ জানা শোনা—যদি বিপদে পড়ে আশ্রয় চান তাঁকে আশ্রয় না দিয়ে কোন ভদ্রলোকই থাকতে পারে না।

যূথিকা। বিশেষ তিনি যদি আবার সুন্দরী যুবতী হন।

অমিয়। তা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, একদিন তিনি রাস্তায় বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আমি সেখানে হটাৎ গিয়ে পড়েছিলুম। আমাকে দেখে তিনি বল্লেন তিনি বড়ই বিপন্ন, দিন কতকের জন্যে আমার বাড়ীতে থাকতে চান। আমার বাড়ীতে তো বাবা মা এখন নেই, আমি একালোক, ঢের ঘর পড়ে রয়েছে ; সুতরাং তাঁকে থাকতে দিতে আমার অসুবিধের কোনোই কারণ ছিলনা।

দীপালী। বাস্তবিক ! দেখলি যূথি কি chivalrous spirit !

যূথিকা। হুঃ ! কতদিন সে আপনার ওখানে ছিলো ? সে কথাত একবারও আমাদের বলেন নি ?

অমিয়। (স্বগত) এইরে! (প্রকাশ্যে) ওঃ, বলিনি নাকি? বড় ভুল হয়ে গেছে তাহলে।

যূথিকা। ভুল হয়ে যাবার কথাই বটে! তাই আপনি মাসখানেক ভুলে এদিক মাড়াননি।

অমিয়। মানে, কাজেরও ভিড় ছিল; আর আমার বাড়ীতে অতিথি, আমি সারাক্ষণ বাড়ী ছাড়া থাকলে তিনিই বা কি মনে করবেন, তাই এধারে আসবার সুবিধে হয়নি।

দীপালী। তাই নাকি! আমরা ভেবেছিলুম অন্য রকম!

অমিয়। What do you mean?

দীপালী। রাগ করবেন না, অতিথির প্রতি আপনার attentionটা একটু কম হলে তিনি বোধহয় আরও দিন কতক আপনার ওখানে কাটাতে পারতেন।

অমিয়। Rubbish. আমি যতটুকু করেছি সেটুকু নিছক ভদ্রতা— ভদ্রতা যে কারো অসহ্য হয় সেটা আমার জানা ছিল না।

যূথিকা। আহা মূর্ত্তিমান ভদ্রতা! হোতো যদি একজন কুৎসিত মেয়েছেলে বোঝা যেত কেমন ভদ্রতা।

অমিয়। ছিঃ ছিঃ! এত শিক্ষা পেয়েও আপনারা যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারে।

দীপালী। যূথি! তুই ভদ্রলোকের প্রতি অবিচার করছিস্। তোর বন্ধু স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছে তাকে যদি উনি না আশ্রয় দেবেন তো দেবে কে? আর তার নিঃসঙ্গতা দূর করবার

জন্যে তার তাপিত প্রাণে অমৃত প্রলেপ লাগাবার জন্যে উনি যদি নিজের শত ক্ষতি স্বীকার কোরে তাকে একটু সাহচর্য্য দান করেই থাকেন, তার ভেতর তুই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা না দেখে স্বার্থের গন্ধ পাচ্ছিস্? ধিক্ শতধিক্ তোরে রে বর্ব্বর।

অমিয়। আমার একটা কাজ আছে আমি এখন উঠি।

দীপালী। মিলির সন্ধান পেলে এবার কিন্তু আমাদের জানাতে ভুলবেন না।

অমিয়। কে আর তার সন্ধান রাখছে। (স্বগত) হাতেপেয়েও হারালুম। অভাবে পাড়েছিল—টাকাটা না দিলেই হতো। যাবে কোথা? নিশ্চয়ই খুঁজে বার কোরবো।

[প্রস্থান।

দীপালী। দেখলি? ভিজে বেড়াল। পেটের কথাগুলো টেনে বার করতেই পালাল্লো।

যূথিকা। দেখ্ দীপালী! অমিয় বাবু কি বাস্তবিক মিলিকে ভালবাসেন?

দীপালী। না রে না, ওটা চোখের নেশা। ওটা কেটে যাবে। তোর জিনিষ তোরই থাকবে। দেখিস ভাই রাসটা একটু টেনে থাকিস।

যূথিকা। ওজিনিষটা কেমন আমার ভালো লাগেনা। পুরুষগুলো এত fickle?

দীপালী। Fickle কি আর আমাদের ভেতর নেই। সেটা যার যা স্বভাব। অন্তর দুর্ব্বল লোকেদের একটু কড়া রাসে রাখতে

হয়। নোল দিলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে। ওসব কথা যাক্। মিলিটা গেল কোথায়?

যূথিকা। তাইতো। আচ্ছা তার চল্‌ছে কি কোরে? কোনো কাজ কর্ম্ম জোটাতে পেরেছে? তা না পেরে থাকেতো বড় মুস্কিলে পড়েছে নিশ্চয়।

দীপালী। কাজ কর্ম্ম জোটানো শক্ত: আর জুটলেও আজ কালকার বাজারে তা থেকে বেঁচে থাকাটা এক রকম করে চলে, কিন্তু বিলাসিতাটা চলেনা। কাজ কর্ম্ম না কোরেও চালাবার একটা উপায় আছে তাতে কিন্তু বেশী দিন চলেনা।

যূথিকা। সেটা কি?

দীপালী। ধার। পরিচিত লোকদের সব tap করলেও কিছু দিন চলে, তারপর insolvency.

মিলির প্রবেশ

মিলি। এই যে দীপালী তুইও এখানে আছিস।

যূথিকা। এই তোর কথা হচ্ছিল। কি রকম কাণ্ডকারখানা তোর বলতো?

মিলি। কেন কি কাণ্ড কারখানা দেখ্‌লি?

দীপালী। কাণ্ডকারখানা যে কি, তা তুই বেশ ভাল রকমই জানিস।

মিলি। বাড়ী থেকে চলে এসেছি বোলে বলছিস্? তা চিরকালই কি একজনের অন্ন ধ্বংশাতে হবে? লেখা-পড়া শিখে কি আমাদের কিছুই worth জন্মায়নি? আমরা কি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি না?

দীপালী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর worth আছে জানি, ব্যাপারটা কি খুলেই বলনা। কি নিয়েই বা এমন গুরুতর ঝগড়া হোলো যে তুই মলিন বাবুকে ছেড়ে চলে গেলি ?

মিলি। দেখ্‌না ভাই, উনি একটা নেকলেস্ দেবেন বলেছিলেন— তিনশো সাড়ে তিনশোর ভেতর—তা ঐ টাকায় কি নেকলেস্ হয় ? আমি দেখে শুনে একটা পাঁচশো কুড়ি টাকায় কিনেছিলুম। আর কাপড়গুলো সবই পরা। পার্টিতে যেতে একখানাও নতুন কাপড় ছিলনা। তাই খানকতক কাপড় কিনে ছিলুম। তাদের বোলে কোয়ে আমি ওঁর কত সুবিধা করে দরটা instalmentএ দেবার বন্দোবস্ত করেছিলুম, কিন্তু টাকা দেবার সময় ক্ষেপে আগুন।

দীপালী। তুই জিনিষগুলো যে কিনিছিলি মিষ্টার মিটারকে জানিয়ে ?

মিলি। তাঁকে আর কি বল্‌বো ? আমি জিনিষগুলো পরছি তা কি তিনি দেখেননি ? আর সে জিনিষগুলো যে ওমনি আসতে পারে না এটাতো সবাই জানে।

যূথিকা। সে যাকগে, তারপর ?

মিলি। তারপর দেখ্‌না, উনি চান আমি বাড়ীর বার না হই, আর ওঁর ছেলে মানুষ করি—

দীপালী। বটেইতো! পরের ছেলে তুই কেনো মানুষ করতে যাবি! তোর পেটে হয়েছে বৈ তো নয়!

মিলি। তাই আমি রাগ করে চলে এসেছি। কিছু সঙ্গে আনিনি! দেখি, আমি রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না!

দীপালী। রাগ পুরুষের লক্ষণ ছিল এখন দেখ্‌ছি মেয়েছেলের লক্ষণ হয়েছে।

যূথিকা। তুই থাম্‌। তারপর এদ্দিন কোথায় ছিলি ?

মিলি। একটা চাকরী হয়েও ফস্কেগেল, তাই দিন কতক অমিয়, বাবুর বাড়ীতে ছিলুম ; এখন একটা ladies messএ থাকি।

দীপালী। তা অমিয় বাবুর বাড়ী ছাড়লি কেন ?

মিলি। তাঁর attentionএর বহরটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল বোলে।

যূথিকা। এখন কোন কাজটাজ পেয়েছিস্‌ ? তোর চলছে কি কোরে ?

মিলি। কাজ অবশ্য একটা পেয়েছি, একটী মেয়েকে পড়াতে হয়, মাইনে কিন্তু বড়ই কম—মোটে তিরিশ। আরো কিছু কাজ যোগাড় করতে না পারলে চলবে না।

দীপালী। তোর প্রসাধনের দ্রব্য যদি তুই নিজেই চালাতে চাস্‌ তাহলে এখনও ঐ রকম অন্তত পাঁচটা কাজ যোগাড় করতে হবে। আর যোগাড় হলেও তুই সময় পাবি নি। আর সময় যদিও বা পাস্‌ তোর শরীর বইবে না।

মিলি। নিজেদের প্রতি তোর এমন হীন ধারণা কেন ?

দীপালী। হীন নয়। পুরুষের সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে গুঁতোগুঁতি করতে যাওয়ার চেয়ে একজনের কাঁধে বসে খাওয়া আর তার সন্তান প্রতিপালন করা ঢের বেশী সম্মানের এবং লাভের। আচ্ছা সত্যি কথা বল দেখি ছেলেটার জন্যে তোর কি একবারও মন কেমন করে না ? তোরই তো নাড়ী ছেঁড়া ধন, দশমাস দশদিন ধরে যে কত কষ্ট পেয়ে প্রসব করলি তাকে বুকের রক্ত

দিয়ে বাঁচালি—না থুড়ী—তোর তো দুধ ছিল না—যাইহোক্
—তাকে এত দিন নাড়াচাড়া তো করলি—কিছু সেবাযত্নও
করেছিস্—তার ওপর কি তোর মোটেই মায়া পড়ে নি ?

মিলি। এখন দেখছি মাঝে মাঝে মন বডই খারাপ হয়। ভাবি
খোকাকে নিয়ে আসি, আবার ভাবি আমার এখন তো এই
অবস্থা, নিজের খেতেই তো কুলোয় না, তাকে খাওয়ানো কি
দেখবো কখন ? হ্যাঁ যে জন্যে এসেছিলুম, শোন্ ভাই যুথি
তুই আমাকে গোটা তিরিশ টাকা ধার দে, মাইনে পেতে
এখনো দেরী আছে অথচ আমার হাতে কিছুই নেই, বড়
মুস্কিলে পড়েছি। মাইনে পেলেই দিয়ে দেবো।

দীপালী। এই তো মুস্কিলের আরম্ভ। এর অবসান হবে মলিন
বাবুর কাছে ফিরে গেলে। সত্যি বলছি ভাই তুই যে styleএ
ছিলি বা আছিস্ তাতে তিরিশ কেন একশো টাকাতেও
কুলোবে না। অথচ এই টাকা তোব পক্ষে রোজগার করতে
পারাটাও মুস্কিল; অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে তার সম্ভবনা কম।
বাধ্য হয়ে তোকে ধার কবতে হবে আর সে ধার শোধ
করবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থে কুলিয়ে উঠবে না। ফলে
সমাজে জোচ্চোর খেতাব পাবি আব সকলেই তোকে ঘেন্না
করবে আর avoid করবার চেষ্টা করবে। তুই কি বলতে
চাস্ সেটা খুব সন্মানের হবে ?

যুথিকা। যাক্ দীপালী ও সব কথা থাক্। (মিলির প্রতি) তুই যখন
বিপদে পড়েছিস্ আমি যেথেকে পারি এবারকার মত টাকা

দেবো। কিন্তু দীপালী যে কথাটা বল্লে সেটা ভাববার বিষয়। তোর কিসের অভাব? স্বামী কিছু মন্দ নন, খুব বড়লোক না হলেও ভাত কাপড়ের অভাব নেই, আর তোকে খুব ভালও বাসেন। চাঁদের মত ছেলে। অমন স্বামী পুত্তুর ছেড়ে এ তোর কি পাগলামী হচ্ছে?

দীপালী। তোর নিজের মনটা একটু বিশ্লেষণ কোরে দেখ—কি চাস তুই? রাগ করিসনি—কথাটা বন্ধু ভাবেই বলছি—তুই চাস কেবল আমোদ, কেবল অহঙ্কার—সমাজে পাঁচজনে তোকে দেখে ঘুরে পড়ুক বাহবা দিক। কিন্তু তাতে কেবল অহঙ্কারই বাড়ে; শান্তি কোথায়? তুই তোর রূপের আলোয় পাঁচটা পতঙ্গকে আকৃষ্ট করবি—তারা তোর চারিধারে জয়গান গাইবে—তুই একটু মজা পাবি, এই তো! কিন্তু তাতে তাদের সর্ব্বনাশ তোরও সর্ব্বনাশ। বেদেরা সাপের কামড়েই মরে। আমার কথা শোন্। স্বামীর মত আশ্রয় আর মেয়েদের নেই। তার কাছে আবার মান কি? আমি যতদূর জানি তুই যদি ফিরে গিয়ে মলিন বাবুর কাছে ক্ষমা চাস্ তিনি নিশ্চয় তোকে ক্ষমা করবেন। যা ফিরে যা, রাগের বশে এমন ছন্ন ছাড়া হয়ে আর থাকিস নি।

মিলি। আচ্ছা ভেবে দেখ্‌বো।

যুথিকা। চল্ ভেতরে চল্, কিছু জলযোগ করবি। তারপর তুই যা চেয়েছিস্ পাবি। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

মলিনের ড্রইং রুম।

নিধি। যাহা হউ মু এই একমাসরে মুটে পাঞ্চ টকাঁ জুটইছি। বেসি আউ কুআড়ু করিবি। বাবু ত রোজ বজার হিসাঁব নউচি। মা ত দিনে—বজার হিসাব মাগে নাহি। মা থিলে মোর আউ কিছি উপবি হই খান্তা। বাবু মনিষ এতে হিসাব নবা কঅ! ন ভল কি মা যাই কি মোর বড় কষ্ট হউচি। বামুনর বেশ মজা হউচি। কয্যা করি এতেদিন রহিবা কি ভল। কঅন বা ইমিতি কথা হেইচি। আমর ইমিতি রোজ হউচি। তাহালে কঅন গিরস্তকু ছাড়ি চালি যিব! এমানকঁর কথা অলগা। মা চঞ্চল আসিলে মু বঞ্চি জিমি। বাবুর যে রকম খুণ্ট খুটিয়া মন হেইচি কইলে কঅন হব। খালি সবু বেড়ে মতে কহুচি তু চুরি করিছু চুরি করিছু।

মলিনের প্রবেশ

মলিন। তুই এখানে কি করছিস্? দেখ্ দিকিনি কি ধুলো পড়ে রয়েছে—ঝাড়বে কে?

নিধি। লুগা আহুছি। [নিধির প্রস্থান।

মলিন। একমাস হয়ে গেল এখনও দেখছি রাগ পড়িনি; দেখি রাগ কদিন থাকে? রাগ যদি শুধু শুধু করে, সেতো আমার

দোষ নয়। কিন্তু ছেলেটা তাকে দেখতে না পেয়ে হেদিয়ে উঠেছে। চাকর বেটার পোয়াবারো, ভাঁড়ারের চাবি হাতে পেয়ে, এন্তার চুরি সুরু করে দিয়েছে। কেউ বলবারও নেই বাধা দেবারও নেই। তবুও এ মাসে একশো টাকার বেশী খরচ হয় নি। একলা মানুষ আর কতদিক সামলাবো? কাজেও ঠিক মন বসছেনা, চব্বিশ ঘণ্টাই মনটায় একটা অসোয়াস্তি হচ্ছে। আচ্ছা, মিলি গেল কোথায়? এই কোলকাতার সহর; পদে পদে বিপদ। চাকরীর বাজারও চড়া, কিছুই তো নিয়ে যায়নি; মিলির চল্‌ছে কি করে? নিশ্চয় খুব কষ্টে পড়েছে। আহা! মুখখানি শুকিয়ে গেছে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চাকরী কোরে খাওয়া কি তোমার কাজ বাপু? বোঝ একবার ঠেলাটা! কি এমন বলেছি যার জন্যে রাগ কোরে চলে গেলে? আচ্ছা ফিরে কি সে আসবে না? যদি না আসে? না না, সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। রাগ আর কতদিন থাকবে? আমার ভালবাসা সে কি বোঝেনি। মিলি! মিলি! তুমি কি সত্যিই আমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেলে!

মিলির প্রবেশ

মিলি। ওগো! আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে, তুমি দয়া কোরে আমায় স্থান দাও। আমি আর বাজে পয়সা খরচ কোরবো না। এবার থেকে তোমার কথামত চলবো। পয়সাটা যে কত কষ্টে আসে তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝিছি।

মলিন। এঁ্যা মিলি! তুমি এসেছ? স্বপন দেখছিনাত! (চোখ রগড়াইয়া) নাঃ স্বপন নয়, সত্যি! আমি জানি তুমি আসবে আমার এই প্রেম কি মিছে হতে পারে?

মিলি। তোমার প্রেমই আমায় উদ্ধার করেছে।

মলিন। এসো মিলি আমি তোমায় অন্তরের সঙ্গে ক্ষমা করলুম্ (দুজনে আলিঙ্গন)।

অমিয় দীপালী ও যূথিকার প্রবেশ

দীপালী। বাঃ মলিনবাবু এই তো চাই। (মিলির সরিয়া দাঁড়ান)

যূথিকা। খুব খুসি হলুম মিলি। মলিনবাবু আপনাকে আমি আর কি বোলবো, আপনি একজন শিক্ষিতা ভদ্রলোক। আপনিও ভবিষ্যতে একটু মানিয়ে চলবেন।

মলিন। আর লজ্জা দেবেন না। এবার থেকে আমি মানিয়ে চলবার চেষ্টা কোরবো।

দীপালী। অমিয়বাবু আপনি অতো হতাশ হবেন না। যে আপনকে দিবা রাত্রি মন প্রাণ দিয়ে চাইছে তাকে নিয়ে সুখী হোন। (যূথিকার হাত লইয়া অমিয়র হাতে দেওয়া) আশা করি আমার এই অপরাধ ক্ষমা কববেন?

অমিয়। এ আর অপরাধ কি? এতে আমি অত্যন্ত [illegible]। আর এই রকম অপরাধ অবিবাহিত লোকেদের [illegible] করলে তারা আপ[illegible]ক খুব আ[illegible]র্বাদ [illegible]।

যুথিকা। দীপালী! আমাদের তো এক রকম হোলো, তোর উপায় কি?

দীপালী। আমার জন্যে তোমাদের দুঃখিত হবার দরকার নেই। আমিও ঠিক একজন বেছে নেবো। ভগবান তোমাদের এই মিলন সার্থক করুন।

দীপালী। অমিয় বাবু! আশা করি আপনার স্ত্রী নির্ব্বাচন করতে আমার ভুল হয়নি।

অমিয়। নিশ্চয় না। এখন আপনার একটী স্বামী নির্ব্বাচন করে আমাদের নেমন্তন্ন করলে আমরা খুব আনন্দিত হবো।

মলিন। চলুন, আজ এই আনন্দের দিনে একটু মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

যবনিকা।